জঙ্গলের কত্তারা

জোমো কেনিয়াট্টা

অনেকদিন আগেকার কথা, এক হাতি এসে মানুষের সঙ্গে বন্ধুতা পাতাল। একদিন তুমুল ঝড়বৃষ্টি নামল। তখন হাতিকত্তা জঙ্গলের ধারে তার বন্ধুর যেখানে একটি কুঁড়েঘর ছিল সেখানে এসে বলতে লাগল, মিতে, মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে, তোমার কুঁড়েঘরের মধ্যে আমার শুঁড়টা একটু রাখতে দাও না ভাই।

মানুষ তার বন্ধুর দশা দেখে বলল, মিতে, আমার ঘরটি ছোট্ট বটে, কিন্তু এখানে আমার সঙ্গে তোমার শুঁড়ের জায়গাও হয়ে যাবে। তবে দেখো ভাই, শুঁড়টা একটু সামলেসুমলে ঢুকিয়ো।

> **পড়ে কী বুঝলে?**
> 1. জঙ্গলের ধারে কার একটি কুঁড়ে ঘর ছিল?
> 2. হাতিকত্তা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে কী রাখতে চাইল?

হাতিকত্তা তখন মানুষকে আশীর্বাদ করতে–করতে বলতে লাগলো, তুমি আমার যে উপকার করলে একদিন তার প্রতিদান আমি তোমাকে নিশ্চয়ই দেব। এই বলেই না সে তার শুঁড়টি ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে দিল, তারপর আস্তে–আস্তে ঢোকাল তার মাথা, শেষটায় মানুষকে ধাক্কা মেরে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বার করে দিয়ে বন্ধুর ঘরের মধ্যে দিব্যি আরামে শুয়ে পড়ল, আর তাকে ডেকে বলল, দ্যাখো মিতে, তোমার চামড়া তো আমার চাইতে শক্ত, তাই ঘরে যখন দুজনের জায়গা হচ্ছে না, তখন তুমিই না হয় বৃষ্টির মধ্যে থাকো, আর আমি আমার মোলায়েম চামড়াটাকে ঝড়ঝাপটা থেকে বাঁচাই।

মানুষ তো তার বন্ধুর এই ব্যবহার দেখে হৈ–চৈ জুড়ে দিল। আশপাশের জঙ্গল থেকে জানোয়ারেরা হট্টগোল শুনে কী হয়েছে দেখতে ছুটে এল, আর ভিড় করে দাঁড়িয়ে মানুষ আর তার বন্ধু হাতিকত্তার ঝগড়া শুনতে লাগল। যখন তুলকালাম চলছে, তখন হঠাৎ সিংহকত্তা গর্জন করতে–করতে এসে হাজির, এসেই সে উঁচুগলায় বলে উঠল, জানিস না আমি এই জঙ্গলের রাজা? কোন সাহসে তোরা আমার রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিস? হাতিকত্তা ছিল জঙ্গলরাজ্যের বড়োমন্ত্রী। সে তখন বিনয় করে উত্তর দিল, হুজুর, আমরা

আপনার রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করছি না। এই যে ছোট্ট কুঁড়েঘরটিতে হুজুর আমাকে শুয়ে থাকতে দেখছেন, তার দখল নিয়ে আমার এই বন্ধুর সঙ্গে একটু কথাবার্তা হচ্ছে। সিংহকর্তা দেখল, রাজ্যে শান্তি বজায় না থাকলে তো মুশকিল। সে গম্ভীরভাবে বলল, আমি হুকুম দিচ্ছি মন্ত্রীরা এক্ষুনি এ-ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য ক'জন মাতব্বরকে লাগিয়ে দিক, আর তারা তাড়াতাড়ি করে আমাকে তাদের মতামত জানাক। তারপর সে মানুষের দিকে ফিরে বলল, আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছ, তা বেশ ভালোই করেছ। আর হাতিমন্ত্রীর মতো এমন মান্য গণ্য লোক দেশে আর ক'টা আছে? হৈ-চৈ কোরো না, তোমার কুঁড়েঘর তোমারই থাকবে। সবুর করে দ্যাখো, আমার রাজকীয় বিচারসভা যখন বসবে তখন তোমার সব কথা বলার সুযোগ পাবে তুমি। আমার সন্দেহ নেই বিচারের ফলাফলে তুমি খুশি হয়ে যাবে। জঙ্গলের রাজার এই মিষ্টি কথা শুনে সরল মানুষ ভুলে গেল, আর তার কুঁড়েঘর তাকেই ফেরৎ দেওয়া হবে এই আশা করে বসে রইল।

> **পড়ে কী বুঝলে?**
> ১. হাতিকত্তা বিচার সভায় কাদের ডেকেছিল?
> ২. জঙ্গলের রাজা কে?

হাতিকত্তা রাজার আজ্ঞা পেয়ে অমনি অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে তদন্ত করার লোক খুঁজতে বেরোলো। খুঁজে খুঁজে এই কাজের জন্য বনের পাঁচ মাতব্বরকে সে জোগাড় করল, তাঁরা হলেন : ১. গণ্ডারকত্তা, ২. মোষকত্তা, ৩. কুমিরকত্তা, ৪. ধর্মাবতার শেয়াল, যিনি সভাপতি হবেন, আর ৫. চিতাকত্তা, যিনি কাগজপত্র সামলাবেন। মাতব্বরদের নাম শুনেই তো মানুষ খুব আপত্তি করল, আর বলল, আমার জাতভাইদের কাউকে বিচারকদের মধ্যে না রাখলে কী করে চলবে? তা শুনে সবাই তাকে বলল, তোমার জাতভাইয়েরা লেখাও শেখেনি, পড়াও শেখেনি, জঙ্গলের চুলচেরা আইনকানুন তারা কী বুঝবে? তাছাড়া ভয়ই বা কীসের? যাদের হাতে বিচারের ভার দেওয়া হয়েছে, ন্যায়পরায়ণতার জন্য তাদের নামডাক আছে, আর যে-সব জাত নখদন্ত বিশেষ কিছুই পায়নি তাদের দেখ্‌ভাল করার দায় স্বয়ং ভগবান এদের ওপর দিয়েছেন। নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও, দেখবে ওরা কত যত্নে খোঁজখবর নিয়ে ঠিক-ঠিক ন্যায়বিচার করবে।

সাক্ষীদের তখন সভার সামনে হাজির করা হল। আগে ডাক পড়ল হাতিকত্তার।হাতি গিন্নির জোগাড়-করা একটি চারাগাছ দিয়ে দাঁতন করতে-করতে গুরুগম্ভীর মেজাজে তিনি এলেন। তারপর ভারিক্কি চালে বলতে শুরু করলেন, জঙ্গলের কত্তারা সব শুনুন,বলবই বা কী, আপনাদের জানা গল্পটা আবার আপনাদের সামনে বলে আপনাদের দামি সময় নষ্টই বা করব কেন। বন্ধুদের যাতে ভালো হয় সর্বদাই সেদিকে খেয়াল রাখাটা আমার দায়িত্ব বলে আমি মনে করি, আর তাই করতে গিয়েই না আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে ভুলবোঝাবুঝি হয়েছে। সেই যেদিন খুব ঝড় বইছিল, বন্ধু আমাকে ডেকে বলল, মিতে, আমার কুঁড়েঘরটা বাঁচাও। কুঁড়ের মধ্যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা ছিল কিনা, তার মধ্যে দিয়েই ঝড়টা বইছিল, তাই আমার বন্ধুর মুখ চেয়ে বাধ্য হয়েই ঐ অকেজো জায়গাটা আমি কাজে লাগানোর বন্দোবস্ত করলাম, নিজে তার মধ্যে ঢুকে বসে। এরকম অবস্থায় পড়লে আপনারও কি একই ভাবে দায়িত্ব পালন করতেন না?

হাতিকত্তার এমন গোছানো কথা শুনে বিচারকরা হায়েনাকত্তা আর জঙ্গলের অন্যান্য মান্যগণ্য লোকদের তলব করলেন। তাঁরা সকলেই হাতিকত্তার কথায় সায় দিলেন. তারপর মানুষের ডাক পড়ল। যেই না সে এসে সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করেছে, অমনি বিচারকরা তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন, বাপু হে, কাজের কথাটুকু বললেই হবে। কী ঘটেছিল না ঘটেছিল সে গল্প আমরা ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীদের মুখ থেকেই শুনেছি। তোমাকে শুধু এইটুকু জানাতে হবে যে তোমার ঘরের অকেজো ফাঁকা জায়গাটা হাতিকত্তার আগে আর কারো দখলে ছিল কিনা। মানুষ বলল, তা ছিল না, হুজুর, কিন্তু–। সে আর–কিছু বলার আগেই বিচারকরা বললেন, ব্যাস্ ব্যাস্, দুপক্ষেই যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ শোনা হয়েছে, এবার আমরা রায় কী হবে তা ঠিক করতে একটু আড়ালে যাব। হাতিকত্তা তাঁদের সেদিন নেমন্তন্ন করেছিলেন, ভুরিভোজ করার পর কত্তারা তাঁদের রায় দিলেন। তাঁরা মানুষকে ডেকে বলে দিলেন, দ্যাখো বাপু, আমাদের মতে তোমার পিছিয়ে পড়া ধ্যানধারণার জন্যই গণ্ডগোলটা বেধেছে। হাতিকত্তা তো তোমার ভালোর কথা ভেবেই তোমার ভার মাথায় করে নিয়েছেন। তোমার ঘরের অকেজো জায়গাটা যদি ঠিকঠাকমতো কাজে লাগানো যায় তাতে তো তোমারই লাভ, আর তোমার এখনও ততটা উন্নতি হয়নি যে কাজটা তোমাকে দিয়েই হবে। তাই ভেবেচিন্তে দু–পক্ষেরই সুবিধার জন্য আমরা বলছি যে মামলাটা আপসে মিটমাট হোক। হাতিকত্তা যেমন তোমার ঘরে থাকছেন, তেমনি থাকুন, আমরা তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি একটা নতুন জায়গা বেছে নিয়ে তোমার মাপমতো একটা ঘর তুলে নেবার। আর তুমি যাতে বিপদে না পড়ো তাও আমরা দেখব।

পড়ে কী বুঝলে?

1. বিচার সভায় সিংহরাজা কার কথায় বেশি গুরু ত্ব দিল?
2. বিচারকেরা মানুষকে তার নিজের ঘর ফিরিয়ে দিয়েছিল কি না?

মানুষ দেখল, সে নিরুপায়। রাজি না হলে বিচারকরা পাছে দাঁতে নখে তাকে ছিঁড়েই ফেলেন, তাই ভয়ে–ভয়ে তাঁদের কথামতোই সে কাজ করল। কিন্তু যেই না সে আরেকটি ঘর তুলেছে, অমনি গণ্ডাকত্তা শিং বাগিয়ে তেড়ে এসে তার মধ্যে ঢুকে পড়লেন, আর তাকে ভাগিয়ে দিলেন। আবার বিচারসভা বসল, আর ঠিক আগের মতোই রায় দিল তারা।

এইভাবে মোষকত্তা, চিতাকত্তা, হায়েনাকত্তা আর যারা যারা ছিল সবারই একটি করে নতুন ঘর হয়েগেল। তখন মানুষ দেখল বিচারসভার ওপর নির্ভর করে তার কিছুই হচ্ছে না, এবার আত্মরক্ষার অন্য উপায় ভাবতে হয়। সে তখন বসে পড়ে বলল, 'এ নগেন্‌ডা থি এ নডাগাগা মোটেগি' যার মানে পৃথিবীর মাটিতে যা চলে ফিরে বেড়ায় এমন যে-কোনো জন্তুকেই ফাঁদে ধরা যায়। অথবা আরেকটু ঘুরিয়ে বললে, 'বার-বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবারে তোমার আমি বধিব পরান।'

জঙ্গলের কত্তারা যে ঘরগুলো দখল করে নিয়েছিল, সেগুলো যখন নড়বোড়ে হয়ে পড়ে যাবার মত হল তখন একদিন ভোর সকালে উঠে সে খানিকটা দূরে বেশ বড়োসড়ো আর সুন্দর দেখতে একটা ঘর বানাল। গণ্ডারকত্তা যেই ঘরটি দেখতে পেলেন অমনি তেড়ে এসে এক দৌড়ে ঢুকলেন তার মধ্যে। কিন্তু ঢুকে দেখেন ভেতরে হাতিকত্তা আগে থাকতেই শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন। ক্রমে চিতাকত্তা জানলায় এসে হাজির হলেন, সিংহকত্তা, শেয়ালকত্তা, মোষকত্তা দরজা দিয়ে সেঁধোলেন, হায়েনাকত্তা ছেঁচতলায় জায়গা পাবার জন্য হল্লা জুড়লেন, আর কুমিরকত্তা ছাতের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে রোদ পোয়াতে লাগলেন। ক্রমশ কে আগে ঢুকেছে তাই নিয়ে ঝগড়া বাধল, ঝগড়া থেকে শুরু হল কামড়াকামড়ি আর সবাই মিলে তুলকালাম কাণ্ড চলছে তখন মানুষ এসে ঘরটায় আগুন লাগিয়ে দিল। জঙ্গলের কত্তারা সুদ্ধু সব পুড়ে ছাই হল। মানুষ বলল, কষ্ট না করলে শান্তি মেলে না, তবে কষ্টটা সার্থক। এই না বলে সে বাড়ি ফিরে গিয়ে সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল। [অনুবাদ-মালিনী ভট্টাচার্য]

জেনে রাখো

কত্তা	-	কর্তা শব্দটি থেকে মুখের ভাষায় কত্তা হয়েছে।
সবুর করো	-	অপেক্ষা করো
চুলচেরা	-	খুব সূক্ষ্ম
অকেজো	-	কাজ নেই
নিরুপায়	-	উপায় নেই

বধিব	–	বধ করব
পরান	–	প্রাণ
সেঁধোলেন	–	ঢুকলেন
ছেঁচতলা	–	বারান্দায় ছাউনির নিচে

পাঠ পরিচয়

জঙ্গলে একপক্ষে একজন দুর্বল মানুষ ও অন্যপক্ষে হিংস্র পশুদের মধ্যে ঘর দখলের বিরোধ। দুর্বল মানুষ ঝড়–বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করে একটি ঘর বানায বিশালাকায় হাতি ঝড়–বৃষ্টিতে কেবল শুঁড়টুকু রাখবার আশ্রয় চায়। কিন্তু সামান্য শুঁড় রাখতে গিয়ে ঘরটি দখল করে নেয়। মানুষ প্রতিবাদ করে। জঙ্গলের রাজা সিংহ এসে মানুষকে সান্ত্বনা দেয় এবং গণ্যমান্য মন্ত্রী হাতি আশ্রয় নিয়েছে সুতরাং সুবিচার হবে। বিচারসভায় হাতি তার পক্ষ সমর্থন করবে এমন সব পশু নেতাদের ডেকে আনে। আড়ালে তাদের নেমন্তন্ন করে ভুরিভোজ করায়। বিচারে মানুষ সুবিচার তো পায়না বরং তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় অন্য একটি ঘর বানাতে। এবারও সেই নতুন ঘরটি গন্ডার, মোষ, চিতা, হায়েনা প্রভৃতির দখলে চলে যায়। মানুষ দেখল বিচার তো সে পাবেই না উল্টে দাঁতে নখে তাকে শেষ করে দেবে। সে বসে ভাবতে শুরু করলো। আগের ঘরগুলো পুরোনো হয়েই গিয়েছিল এবার সে বেশ বড় ও সুন্দর দেখতে একটা ঘর বানালো। গন্ডার দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকতেই দেখে হাতি আগেই দখল নিয়েছে। এবার একে একে সিংহ, শেয়াল, হায়না, কুমির সবাই এসে যে যার মতো দখল নিতে শুরু করে। প্রচন্ড ঝগড়া, হানাহানি চলছে, মানুষ এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে এসে ঘরটায় আগুন লাগাতে সবাই পুড়ে মরল। মানুষ শান্তিতে বাড়ি গিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগল। গল্পটি ভালোভাবে পড়লে বুঝতে পারবে যেসব মানুষ শঠ, ধূর্ত, হিংসার আশ্রয় নিয়ে অন্যায়ভাবে অন্যকে ঠকায় বিপদে ফেলে, তাদের শেষ পরিণতি কখনও ভাল হয় না। উপস্থিত বুদ্ধি ও সততার জয় সর্বদা সর্বত্র হয়।

এই গল্পটি একটি প্রতীক,তোমরা বড় হলে বুঝতে পারবে আমাদের সমাজে এই ধরনের পশুর মতো চরিত্র আছে।

পাঠবোধ

1. ঠিক উত্তরটিতে (✔) চিহ্ন দাও।

   ক. হাতিকত্তা এসে মানুষের সঙ্গে কী করল?

   (বন্ধুত্ব, ঝগড়া, মারামারি)

   খ. জঙ্গলে হাতিকত্তা ও মানুষের ঝগড়ার সময় হঠাৎ সিংহকত্তা কী করতে হাজির হলো?

   (বর্জন, গর্জন, বর্ষণ)

   গ. হাতিকত্তা জঙ্গল রাজ্যের কোন মন্ত্রী ছিল?

   (মহামন্ত্রী, বড়োমন্ত্রী, ছোটমন্ত্রী)

   ঘ. পশুকত্তাদের সভাতে কে সভাপতি হবেন?

   (গন্ডারকত্তা, মোষকত্তা, শেয়াল)

   ঙ. জঙ্গলে সাক্ষীদের মধ্যে সবার আগে কার ডাক পড়লো?

   (কুমিরকত্তা, হাতিকত্তা, চিতাকত্তা)

2. খালি জায়গাটিতে ঠিক শব্দটি বসাও।

   বৃষ্টি, বন্ধুর, বড়োমন্ত্রী, আইনকানুন।

   ক. মুষলধার .... নেমেছে।

   খ. মানুষ তার..............দশা দেখে বলল।

   গ. জঙ্গলের চুলচেরা.........তারা কী বুঝবে?

   ঘ. হাতিকত্তা ছিল জঙ্গলের রাজ্যের..........।

সংক্ষেপে উত্তর দাও

3. হাতিকত্তাকে মানুষটি কেন নিজের ঘরে জায়গা দিয়েছিল?
4. মানুষটি তার বন্ধুর ব্যবহারে কেন হৈ-চৈ করতে লাগল?
5. হাতিকত্তা বিচারকদের কেন ভুরিভোজ করিয়েছিল?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

6. হাতিকত্তা কিভাবে নিজের বন্ধুর ঘর দখল করে তাকে ঘর থেকে বেদখল করেছিল?
7. মানুষটির ঘর বার বার পশুরা অন্যায়ভাবে দখল করে নিচ্ছিল, অবশেষে সে কিভাবে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা পেলো ? গল্পটি পড়ে নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

দয়া	ভয়
বন্ধু	জয়
দখল	গম্ভীর

2. একবচন থেকে বহুবচনে বদলাও

মানুষ	বন্ধু
হাতি	আমি
সে	তুমি

3. লিঙ্গ পরিবর্তন করো

জঙ্গলকত্তা	রাজ্যকন্যা
মহাশয়	কুমার
বুদ্ধিমান	সুন্দর

4. সন্ধি করো

আত্ম + রক্ষা =	পর + উপকার =
পুষ্প + অঞ্জলি =	কারা + আগার =
ন্যায় + উচিৎ =	

5. দুটি খোপের শব্দ মিলিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে পাশের খালি জায়গায় লেখো।

ঝড়	মান	....
বুদ্ধি	বান	....
বল	ঝাপটা	....
আইন	বার্তা	....
কাগজ	কানুন	....
কথা	পত্র	....
ন্যায়	চিন্তে	....
মান্য	মাট	....
ভেবে	অন্যায়	....
মিট	ঠাক	....
ঠিক	গণ্য	....